স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮ই আষাঢ় বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 3rd July. 1963 { ৭ম সংখ্যা।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seave

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO.6234.09.07

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

উন্নত বাজ্জমা ও বিপুলতা আবার।

প্রস্তুতকারক,

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA & PUBLS

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

বিধানচন্দ্রের
প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী

—০—

বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকট হইতে যখন কেহ বিদায় লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন বোধ হয় তিনি জাতককে বলেন "আসবি কবে?" আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র বোধ হয় ভগবানের কাছে একরারনামা দিয়ে স্বীকার ক'রে এসেছিলেন "লিখে রাখো ঠাকুর আজকের তারিখ। ভগবান লিখলেন ইংরাজী ১৮৮২ সাল ১লা জুলাই প্রায় দুপুর বেলা। "আসবি কবে?" ঠিক গ'ণে' রেখো ঠাকুর ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই দুপুরের মধ্যে না আসি, তোমার এলাকায় আমাকে ঢুকতে দিও না।" আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মোক্ষ লাভ করবেনই। ঠিক জন্মদিনেই বেলা দুপুরের মধ্যে মহাপ্রস্থান।

একই দিনে জন্ম এবং মৃত্যু—আনন্দ ও শোকের সমাহার। পয়লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গের প্রিয় নেতা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ৮২তম জন্মদিবস এবং প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এইদিনটি কলিকাতায় "বিধান দিবস" হিসাবে পালন করা হয়।

এবছর ১লা জুলাই সোমবার তিনশত পঁয়ষট্টি-দিন পরও জন্ম এবং মৃত্যুর সমন্বয় অনুষ্ঠানে নির্মল-চন্দ্র ষ্ট্রীটের ছত্রিশ নম্বর বাড়ীতে নগরবাসীরা স্বর্গত নেতার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে। মাইক্রোফনে ধর্মীয় সঙ্গীত ও ধর্মীয় বাণী পরিবেশিত হইয়াছে।

এইদিন সকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, রাজ্যমন্ত্রী পরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং অগণিত মানুষ নির্মলচন্দ্র ষ্ট্রীটের উক্ত ভবনে উপস্থিত হইয়া ডাঃ রায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। "বিধান দিবস" উপলক্ষে ভবনটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। দোতালায় যে ঘরটিতে ডাঃ রায় শয়ন করিতেন, সেই ঘরটিও। সেখানে ফুলে ফুলে শোভিত একটি পালঙ্ক ডাঃ রায়ের শূন্যতা প্রকাশ করিতেছিল।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ১লা জুলাই সোমবার অপরাহ্ণে নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডে বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্মারক শিশু হাসপাতালের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক ও রাজনীতিজ্ঞ বিধানচন্দ্রের প্রতিভাদীপ্ত কর্ম-জীবনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া তিনি বলেন যে, শিশুদের জন্য হাসপাতাল স্থাপন অপেক্ষা বিধানচন্দ্রের যোগ্য স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি মনে করেন যে, ডাঃ রায় শুধু কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ নহে, সমগ্র ভারতের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

চিরদিনই তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবস একই দিনে পালিত হইবে।

পরলোকে বর্দ্ধমানের মহারাণী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রী বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী শ্রীমতী রাধারাণী মহতাব গত ৩০শে জুন রবিবার সকালে পরিধানে বেনারসী লাল চেলি, অলক্ত-রঞ্জিত পদযুগল ও সিঁথিতে সিন্দুর সহ পতি-দেবতার কোলে তিন পুত্র ও তিন কন্যাকে অর্পণ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মহারাণী অধিরাণী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে সাধারণের সহিত যে অমায়িক ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। প্রত্যেক ভোটারের গৃহে স্বয়ং গমন করিয়া তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে একটুকুও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি অন্যতম উপমন্ত্রী জঙ্গিপুর মিউনিসি-প্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অন্যান্য নিমন্ত্রিত স্বজনগণের মতই বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়া অমায়িকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পরিচিত প্রত্যেকেই শোকাভিভূত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সম্পাদকের নামে
'জঙ্গিপুর সংবাদে'র হিতাকাঙ্ক্ষীর একখানি পত্র

পরম মঙ্গলাস্পদেষু—

মানুষের জীবনে ৮২ বছর অতিক্রম করার চেয়েও একখানি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের পক্ষে ৫০ বছর অতিক্রম করা অনেক কঠিন। "জঙ্গিপুর সংবাদ" যে তার সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করতে চলেছে এটা শুধু জঙ্গিপুর-বাসীদের নয় সারা মুর্শিদাবাদ জেলা এমন কি সারা বাংলার গৌরব। নির্ভীকভাবে সত্য-সংবাদ প্রচার এবং সংবাদ আলোচনা এক "বনেদি কাঙ্গালের" পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। শুধু বেঁচে থাকা নয় নিজের অন্নের সংস্থান কেটে দুস্থের দুঃখ মোচনের সাহায্যও যথাসম্ভব করে "যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবো স তু জীবতি" শ্লোকের সার্থকতা দেখিয়েছে। "জঙ্গিপুর সংবাদে"র জীবন সার্থক। ভগবৎ সকাশে একান্ত প্রার্থনা করি যে ইহার শতায়ু হোক এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণ আমাদের পণ্ডিত মহাশয় (এখন বাংলার বা ভারতের "দাদাঠাকুর") সেই শতায়ু উৎসবে হোতা হোন।

বহরমপুর
১৮ই জুন, '৬৩

সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়,
য়্যাডভোকেট।

সমবায় সমিতির সম্পাদকের কারাদণ্ড

জঙ্গিপুর মহকুমার আলমশাহী পশম শিল্প সমিতির সম্পাদক ও ভবানীবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র চৌধুরী তঞ্চকতা করিয়া এক নিরীহ বালকের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অপরাধে ফৌজদারী সোপরদ্দ হন। গত ২৬শে জুন জঙ্গিপুর ফৌজদারী কোর্টের বিচারক মহোদয় ৪২০ ধারা মতে তাঁহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ একশত টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও দেড় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

—সংবাদদাতা

বনমহোৎসবে—বনের আনন্দ ও মনের আনন্দ

স্বরাজ স্বরাজ ব'লে সব ফাটিয়ে দিতিস্ গলারে,
স্বরাজ পেয়ে গেলেও তোদের যায়নি মনের মলারে।

যেতে অধীন, আসতে অধীন সদাই অধীন তোরা,
অধীন দেশে স্বাধীন ছিলাম পরোয়া করি থোড়া।

সোনার গহনা পরে' মরিস চোর ডাকাতের হাতে,
সোনার ফুলে কি ফল হবে সুবাস নাইকো তাতে।

মানুষে সব ফুল গড়াবে কত তোদের ভুল,
মোদের গহনা বনে যোগায় নিত্যি নূতন ফুল।

চাল থাকতে অধীন তোরা ভাত পাবি কেমনে ?
গিন্নি বসে জামা বুনে ভাত রাঁধে বামুনে।

নাচা গাওয়া দেখবি যদি আয় আমাদের কাছে,
আমরা বাজাই মাদল বাঁশী বউ আমাদের নাচে।

উদ্বন্ধনে মৃত্যু

সাগরদীঘি থানার খেরুর গ্রামের স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অর্দ্ধেন্দু চৌধুরী (১৬) গত ৩০শে জুন রবিবার গলায় দড়ির ফাঁস লাগাইয়া মারা গিয়াছে। সে এই বছর জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় হইতে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়াছিল; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় এইভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত স্থানে নূতন দেশী মদের দোকান ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য বন্দোবস্ত করা হইবে। তজ্জন্য পঁচাত্তর নয়া পয়সা মূল্যের কোর্টফি সহ নির্দ্ধারিত ফরমে (অন্য কোন দরখাস্ত গ্রহণ যোগ্য নয়) ২০শে জুলাই ১৯৬৩ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত দোকান বন্দোবস্ত গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

দরখাস্ত বহরমপুরস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলা আবগারী অফিসে গ্রহণ করা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণ নিকটস্থ আবগারী অফিসে জানা যাইবে।

১। বহরমপুর মহকুমায় বহরমপুর থানার অধীন "রাধারঘাট"

২। লালবাগ মহকুমায় রাণীনগর থানার অধীন "ইসলামপুর চক"

৩। লালবাগ মহকুমায় নবগ্রাম থানার অধীন "কনকপাড়া"

৪। কান্দী মহকুমায় ভরতপুর থানার অধীন "সালার"

৫। কান্দী মহকুমায় খড়গ্রাম থানার অধীন "জয়পুর"

৬। কান্দী মহকুমায় খড়গ্রাম থানার অধীন "নগর"

স্বাঃ এস, কে, ব্যানার্জ্জী
অতিরিক্ত জেলা শাসক পক্ষে
অন্তঃশুল্কাধ্যক্ষ, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমুর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ভি, ভি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিত সেবনে শ্বাস, কাশ ও হাঁপানি রোগ চিরতরে নিরাময় হয়

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ